OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 07
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 63 - 71
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 63 - 71
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

ইতিহাস থেকে কথাসাহিত্যে : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ইতিহাসআশ্রিত ছোটগল্প

ড. অনুপমা বালা সরকার
Email ID: ahiranmaysarkar@gmail.com

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
ইতিহাস, কথাসাহিত্য, বিভূতিভূষণের ইতিহাস চেতনা, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, চিরন্তন মানবজীবন, ইতিহাস ও কল্পনা।

Abstract

From the second half of the nineteenth century, a strong tendency towards the study of history can be observed in Bengali literature. Not only in the field of literature, but also in the fields of historical study and the writing of history, the active participation of the intellectuals and thoughtful individuals of that time can be observed. This historical context brought about various changes in the subject matter, form, and perspective of Bengali literature. In the changed literary sphere, history also entered the Bengali short story and acquired a newer form and significance. Bibhutibhushan Bandyopadhyay wrote several short stories based on various historical and cultural contexts of the past. His distinctive historical consciousness can be found in these history-based stories. He did not accept history merely as a description of any specific event, era, or historical character of the past; rather, he viewed history as a living element related to human life, awareness of life, nature, culture, and intellect. In his history-based short stories, history transcends the description of the past and becomes a means of exploring a deeper truth of human life.

A clear understanding of Bibhutibhushan Bandyopadhyay's historical consciousness, perspective, intention, and distinctive technique of using history can be gained by reading his selected short stories— 'The Atheist', 'Archaeology', and 'Udumbara' —in a historical perspective. In the selected stories, different historical contexts, social situations, ways of human life, individual mentality, philosophical thought, spiritual inquiry, and cultural consciousness have been expressed very naturally. Set against the backdrop of ancient India, the story 'The Atheist' describes the journey of a person from doubt and disbelief in the existence of God and in conventional religious beliefs and rituals towards self-inquiry. Here, history is not merely an element for constructing the background of the story; rather, an intimate relationship between history and human religious belief, doubt, self-inquiry, and existential consciousness has been established.

In the story 'Archaeology', archaeological consciousness, the exploration of the past, and the intense desire to preserve ancient heritage are particularly noticeable. Through the ruins and remnants of the past, the author has highlighted the necessity of recovering the memories of lost civilizations and

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 07
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 63 - 71
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

cultures. This inquisitiveness towards the past is an important aspect of his historical consciousness. On the other hand, in the story 'Udumbara', the indifference of modern people towards traditional language, literature, and culture has been sharply presented. The author has expressed deep concern over the tendency that had developed in modern society to become detached from the cultural heritage of the past. As a result, the story does not remain merely a past-oriented narrative; rather, it also raises important questions regarding the relationship between the past and the present. Upon examining these short stories, it becomes clear that Bibhutibhushan Bandyopadhyay's historical consciousness is multidimensional and diverse in nature. To him, the significance of history was not confined merely to powerful individuals, kings and emperors, or political events. The ordinary people whose presence remains largely unmentioned in the pages of history—their way of life, joys and sorrows, hopes and aspirations, mental conflicts, and struggles for existence—were also important elements of history to him. In other words, the history-based short stories of Bibhutibhushan also reveal the unspoken lives of those ordinary people whose lives remain neglected behind conventional history.

The historical elements acquire an extraordinary artistic form in his stories through the combination of imagination and artistic sensibility. Here, history and imagination become complementary to each other. Through the reconstruction of the past, Bibhutibhushan not only makes the lost time visible; at the same time, through the beliefs, struggles for existence, emotions, and mentality of the people of that period, he also presents the eternal truths of human life. In the context of the colonial system of rule, the history-based writings of Bibhutibhushan possess a cultural significance in opposition to the tendency to devalue the Indian past, culture, and heritage and to the process of weakening the self-confidence of Indian society. By reviving various periods, ideals, and traditions of the past in literature, he attempted to generate renewed interest in and confidence in Indian heritage. Therefore, his history-based short stories are not merely narratives of the past; rather, they are a creative attempt to understand the present in the light of the past and to rediscover the cultural identity of human beings.

Therefore, Bibhutibhushan Bandyopadhyay's historical consciousness is essentially human-centred, culture-oriented, and closely connected with life. In his stories, history is not a dead past; history is the continuity of the memories, experiences, beliefs, culture, and struggles of living human beings. It is for this reason that his history-based short stories may be regarded as examples of a distinctive artistic synthesis of history and imagination in Bengali short-story literature.

Discussion

অতীতকে কখনো চিরতরে মুছে ফেলা সম্ভব নয়। কারণ আমাদের রক্তের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে অতীত মিশে আছে। আর এই অতীত প্রতিধ্বনিত হয় মানুষের আচার-আচরণ, রীতিনীতি, সংস্কৃতির মাধ্যমে। জাতির আত্মপরিচয় গঠনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম ইতিহাস। ইতিহাসের সঙ্গে যখন সাহিত্যের মেলবন্ধন ঘটে তখন তথ্যে ঠাসা ইতিহাসও আবেগ অনুভূতি ও কল্পনার রসে জারিত হয়ে অতীত হয়ে ওঠে রসসমৃদ্ধ, জীবন্ত, নান্দনিক। এই সমগ্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় সৃজনশীল সাহিত্যিকের হাতে। ইতিহাস তখন কেবলমাত্র সভ্যতার দলিল বা নথি না থেকে হয়ে ওঠে মানবিক অনুভূতি ও জীবনবোধ প্রকাশের শক্তিশালী মাধ্যম। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে ইতিহাস চর্চা, ইতিহাস রচনা এবং ইতিহাসআশ্রিত আশ্রিত সাহিত্য রচনার ঝোঁক প্রবল ভাবে লক্ষ্য করা যায়। যদিও এর পশ্চাদে বেশ কতগুলি বিষয় কাজ করেছিল। ঔপনিবেশিক ভারতে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 07
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 63 - 71
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ব্রিটিশদের অকথ্য অত্যাচার, শোষণে অতীষ্ঠ হয়ে ওঠে ভারতবাসী। ভারতীয়দের মনোবল ভেঙে দেওয়া এবং প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, প্রাচীন ভাষা, সাহিত্য এককথায় প্রাচীন গৌরবময় সমস্ত কিছুকে লুপ্ত করে দেওয়া ইংরেজদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। এদিকে আবার পাশ্চাত্য শিক্ষা পদ্ধতি, পাশ্চাত্য সাহিত্য-দর্শন মোট কথায় পাশ্চাত্য সভ্যতা দারুণভাবে প্রভাবিত করে বাংলাসহ সমগ্র ভারতবর্ষে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসী ইউরোপীয় দেশ ও সেখানকার জনজীবন সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে, উপলব্ধি করতে পারে যে ইউরোপীয় দেশগুলোতে জনগণ (সাম্য, স্বাধীনতা) অধিকার ও সুযোগসুবিধা পেয়ে থাকে ঔপনিবেশিক ভারতের জনগণ সেই সকল অধিকার, সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। অথচ দাম্ভিক, অত্যাচারী ইংরেজ ভারতীয় ইতিহাসকেও মুছে ফেলার চেষ্টায় রত। কারণ তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিল প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য, আদর্শ যথেষ্ট সমৃদ্ধশালী, যা ভারতীয় সভ্যতার মেরুদন্ড। এই মেরুদন্ডকে ভেঙে দিতে পারলে ভারতীয়দের সাহস ও মনোবল শেষ হয়ে যাবে। যদিও শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশদের এই অভিলাষ অপূর্ণ থেকে যায়। ভারতমাতার মননশীল সন্তানেরা ইংরেজের এই চক্রান্ত ধরে ফেলে। বুদ্ধিজীবীরা এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার সর্বতোভাবে চেষ্টা চালান। ভারতীয় ইতিহাস পূর্ণলিখন, ইতিহাস চর্চা, ও ইতিহাসআশ্রিত সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। এর মাধ্যমে ভারতবাসীকে জাতীয়তা বোধে উদ্বুদ্ধ করা।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা উপন্যাসে প্রথম ইতিহাসের উপাদান প্রবেশ করে। ১৮৫৭ সালে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস (১৮৫৭) এর প্রথম উদাহরণ। এই গ্রন্থে সফল স্বপ্ন, অঙ্গুরীয় বিনিময় নামে দুটি কাহিনী রয়েছে। প্রথমটিতে প্রাচীনকালের এক যুবকের ভাগ্য জয় এবং দ্বিতীয়টিতে আওরঙ্গজেবের শঠতা, ছলনা, শিবাজীর বীরত্বের কাহিনী শুনিয়েছেন লেখক। ওই সময়ে মননশীলরা যে উদ্দেশ্যে ইতিহাস পুনর্লিখন, ইতিহাস চর্চার আত্মনিয়োগ করেছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও সেই তাগিদের কথা নিজে স্বীকার করে গ্রন্থের শুরুতে প্রথমবারের বিজ্ঞাপন অংশে বলেছেন —

> "গল্পচ্ছলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকৃত বিবরণ এবং হিতোপদেশ শিক্ষা হয় ইহাই পুস্তকের উদ্দেশ্য।"[১]

ভারতমাতার সাহসী সন্তানদের বীরত্ব বুদ্ধিমত্তার (বিশেষ করে হিন্দু জাতীয়তা) কথা পুনরাবৃত্তি করলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। ওই সময়কালে বহু সাহিত্যিকের মধ্যে এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। মূলত দেশবাসীর আত্মবিশ্বাস, সাহস বৃদ্ধি এবং ভারতীয় ঐতিহ্য আদর্শকে ধরে রাখার লক্ষ্যে অতীতের প্রেক্ষাপটকে ব্যবহার করে অসংখ্য উপন্যাস ও ছোটগল্প রচিত হতে শুরু হয়। উপন্যাসের পর বাংলা ছোটগল্পে এই ইতিহাসের উপাদানের প্রবেশ ঘটে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। এই ধারায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এক স্বতন্ত্র নাম।

এবার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমকালের উপর আলোকপাত করা যাক। তাঁর আবির্ভাব কাল বিংশ শতকের প্রথম দিক। ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আঘাতে জর্জরিত মানব সভ্যতা। ক্ষতবিক্ষত মানুষের অন্তর্জগৎ, এরই মধ্যে আবার মার্কসবাদ ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের আত্মপ্রকাশ। যুগান্তকারী এই সকল ঘটনার প্রভাব পড়ে মানসিক চিন্তা চেতনায়। বিশ্বযুদ্ধোত্তর অস্থির পরিমণ্ডলে মানুষের মধ্যে দেখা যায় আদর্শ ও সংশয়ের দ্বন্দ্ব, হতাশা ও গ্লানি। এই সময় বাংলার সাহিত্যাঙ্গনে আবির্ভাব ঘটে পাশ্চাত্য সাহিত্যাদর্শে বিশ্বাসী নতুন একদল সাহিত্যিকের। কল্লোল পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এঁদের আত্মপ্রকাশ ও বিকাশ। যেহেতু এই সাহিত্যিকদের বেড়ে ওঠা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিশাপ, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে। দারিদ্রতা, বেকারত্বের জ্বালা, অবক্ষয়িত মূল্যবোধ, হতাশা ও সংশয় প্রভৃতির দ্বারা জর্জরিত কল্লোলীয়রা নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে সবকিছু দেখতে লাগলো। তাঁদের এই নব চিন্তা-চেতনা প্রকাশিত হল তাদের সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে। রোমান্টিকতার পরিবর্তে যা কিছু কঠিন, কদর্য, বাস্তব তারই কথা বললেন এই লেখকগোষ্ঠী। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সমকালীন সময়ের সংকটময় জীবনযন্ত্রণার কথা উঠে আসে তবে তা নগরজীবন কেন্দ্রিক। এই প্রেক্ষাপটের সাহিত্য জগতে বিভূতিভূষণের আবির্ভাব।

পরাধীন ভারতবর্ষ, ব্রিটিশদের শোষণ, অত্যাচার, ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের বিদ্রোহ, স্বদেশ চেতনা, জাতীয়তাবোধের উন্মেষ। এই সমস্ত কারণে এই সময়ে স্বদেশের ইতিহাসচর্চা, ইতিহাস পুনর্লিখন বিশেষ করে ঐতিহাসিক সাহিত্য রচনার ঝোঁক দেখা যায়। অতীতের প্রতি মানুষের প্রবল আগ্রহ দেখা গেল। এই আগ্রহের কারণ আত্মবিস্মৃতির হাত রক্ষা থেকে পাওয়া ও আত্মপরিচয় গঠন। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ভারতীয় সংস্কৃতির পুনর্মূল্যায়ন করা আরেকটি

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 07
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 63 - 71
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কারণ। কথাসাহিত্যের জ্যেষ্ঠ সন্তান উপন্যাসে প্রথম ইতিহাসের প্রবেশ ঘটে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুর দিকে। এরপর বাংলা ছোটগল্পে ইতিহাসের পদার্পণ। লেখকরা কেউ অতীতে দাঁড়িয়ে সমকালীন সময়ের সংকটের কথা বললেন। কেউ আবার দেশবাসীর আত্মবিশ্বাস, সাহস বৃদ্ধি, স্বদেশচেতনা বৃদ্ধি লক্ষ্যে প্রাচীন ভারতের গৌরবময় অধ্যায়ের কাহিনি শোনালেন। এই আবহের মধ্যেই বিভূতিভূষণের বেশ কতগুলি ইতিহাস আশ্রিত ছোটগল্প পাওয়া যায়। এই গল্পগুলিতে ইতিহাস কেবলমাত্র নির্জীব পদার্থ রূপে থাকেনি। অত্যন্ত দক্ষতার সহিত চিরকালীন প্রবাহমান জীবনযাত্রা, সাধারণ মানুষ, তাদের সংস্কার, বিশ্বাস, প্রেম, আকাঙ্ক্ষা ও মানবিক অনুভূতি ইত্যাদি জুড়ে দিয়েছেন ইতিহাসের সঙ্গে। যার ফলস্বরূপ বিভূতিভূষণের ইতিহাসআশ্রিত ছোটগল্পগুলিতে অতীতের পুনর্নির্মাণের সাথে সাথে মানুষের চিরন্তন জীবনবোধেরও প্রকাশ ঘটেছে।

এই প্রবন্ধে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসআশ্রিত ছোটগল্পের (নির্বাচিত) ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, চরিত্র (ঐতিহাসিক - অনৈতিহাসিক) সংস্কৃতি, ধর্ম এবং লেখকের ইতিহাস চেতনা, অভিপ্রায় এবং ইতিহাসের সহিত কল্পনার সম্বন্ধ প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভূতিভূষণের ইতিহাস আশ্রিত ছোটগল্পের মৌলিকত্ব ও গুরুত্ব নির্ণয় করা হবে। এরই সঙ্গে তাঁর অতীতকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি, ইতিহাস ব্যবহারের কৌশল এবং ইতিহাসের আশ্রয়ে মানব জীবনের চিরকালীন সত্য ও অনুভবকে প্রকাশ করেছেন সেই দিকেও আলোকপাত করা হবে।

তাঁর ইতিহাস আশ্রিত ছোটগল্পগুলির তাৎপর্য ও বিশেষত্ব অনুধাবনের জন্য নির্বাচিত গল্পগুলির (‘নাস্তিক’, ‘প্রত্নতত্ত্ব’, ‘উড়ুম্বর’) গভীর পাঠ, বিশ্লেষণ আবশ্যক। কেননা প্রতিটি গল্পে ইতিহাস প্রয়োগের কৌশল ভিন্ন। কোথাও ইতিহাসের সহিত ধর্ম সংস্কৃতির জোক দেখা যাবে। কোথাও আবার অতীতের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তি মানুষের জীবনাভূতি প্রাধান্য পেয়েছে। এই বিচিত্রতার মাধ্যমেই বিভূতিভূষণের ঐতিহাসিক চেতনা, অভিষ্ঠ লক্ষ্য ও স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রাচীন ভারত ‘নাস্তিক’ (‘মেঘমল্লার’) গল্পের প্রেক্ষাপট। ১৩৩১ বঙ্গাব্দে পৌষ সংখ্যায় প্রবাসী পত্রিকায় এই গল্পটি প্রকাশিত হয়। গল্পের প্রধান চরিত্র লোকনাথ গুরুগৃহে বিদ্যালাভ করে। গুরুগৃহ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় গুরুর উপদেশ বর্ষিত হয় লোকনাথের উপর।

“তুমি অনেক লোকের উপরে ‘লোকনাথ’ নামটি সার্থক করে জীবনের পথে অগ্রসর হবে।”[২]

গুরুবাক্য শিরোধার্য করে গৃহ পরিত্যাগ করে লোকনাথ আশ্রয় নেয় এক নির্জন নদীর তীরে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র কুটিরে। একাকীত্ব তার সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে দাঁড়ায়। নিঃসঙ্গ এই জীবনে পরম মিত্র হয়ে ওঠে নানান ধরনের গ্রন্থ আর প্রকৃতি। বিদ্যা লাভের পরে তার ডাক এসেছিল রাজসভা অলংকৃত করার জন্য। এই সুবর্ণ সুযোগ স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে লোকনাথ পরিবার পরিজন ছেড়ে এসে আশ্রয় নেয় প্রকৃতির কোলে। বাল্যকাল থেকেই লোকনাথ উদাসীন প্রকৃতির একমাত্র প্রকৃতির তার একান্ত কাছের। যৌবনাগমের অডিও প্রকৃতির সঙ্গে লোকনাথের ঘনিষ্ঠতার আরো বেড়ে যায়। বালক লোকনাথ একাকী ঘুরে বেড়াতো মাঠে প্রান্তরে। দূরের পাহাড়টা অতিক্রম করে অজানা কোন দেশের আবিষ্কারের আনন্দে মেতে উঠল বালক লোকনাথ। অদৃশ্য হাতছানিতে এইভাবে হারিয়ে যেত সে কল্পনার জগতে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির রহস্যময়তা; নৈঃশব্দ ইত্যাদি প্রভাবিত করে লোকনাথের মনন ও চিন্তনকে। তবে অদ্ভুত এই জগতে সৃষ্টিকর্তাকে জানতে চায় লোকনাথ। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রসঙ্গে সংশয় কাজ করে তার মধ্যে। লোকনাথের আত্মজিজ্ঞাসা ও সত্যানুসন্ধানের এই অন্তর্মুখী যাত্রায় প্রকৃতিও হয়ে ওঠে তার সহযাত্রী। বেদ, উপনিষদ, জ্যোতির্বিদ্যা ও বৈয়াকরণের গ্রন্থ চর্চায় সদানীমগ্ন লোকনাথ। সকল গ্রন্থের মধ্যে সে তার প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করে। প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে ক্লান্ত বিষন্ন লোকনাথ ফিরে যায় প্রকৃতির কোলে। আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে উত্তর খুঁজতে থাকে তার অনুসন্ধানী মন। এইভাবেই দিন কাটে তার। এরই মধ্যে একটি গ্রন্থ রচনা করে সে। আবার অপরিতৃপ্ত লোকনাথ নিজেই সহস্তে ভাসিয়ে দেয় বইটি। কিছুতেই সে শান্তি পায় না। অশান্ত মন নিয়ে পুনরায় প্রকৃতির আশ্রয় নেয়। একদিন নদীতে স্নানরত লোকনাথ একই কাণ্ডে দুইটি ভিন্নধরনের পাতা দেখে সৃষ্টি কর্তার অস্তিত্ব অনুভব করে, ঈশ্বরের সৃষ্টিকে বাহবা দেয়। আবার একদিন তার মনোভাব পরিবর্তিত হয় একটি নির্মম দৃশ্য দেখে। যেখানে যেখানে একটি শক্তিশালী পোকা একটি ক্ষুদ্র পোকাকে নির্মমভাবে মেরে ফেলে। এই মর্মবিদারক দৃশ্য দেখে ব্যথিত লোকনাথ সৃষ্টিকর্তাকে নিষ্ঠুর বলে মনে করে। এই আলো আধারের খেলায় মত্ত লোকনাথের মৃত্যু ঘনিয়ে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 07
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 63 - 71
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আসে সাপের কামড়ে। প্রথমে সে বাঁচার জন্য ঔষধি গাছের সন্ধান করে। ঔষধি না মিলায় পুনরায় ভর করে দর্শন চিন্তা। সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করে সে বলে —

> "হে অনন্ত দেব মহাব্যোমের অনন্ত শূন্যতার পরে কোন সুদূরতম অপপ্রকল্প রাজ্যের জ্যোতি সিংহাসন থেকে তুমি তোমার এই দীনতম প্রজার উপর লক্ষ্য রেখেছো, সেদিন তোমায় চিনি নি, তোমার পথ চিনিনি, আজ বোধহয় বুঝেছি হৃদয়ের অন্তরে সেই তুমি আমার আত্মা।"[৩]

মৃত্যুর কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে আরেকজনের কথা তার মনে পড়ে, সে তার প্রেমিকা মায়া। কৈশোর অবস্থায় বিদ্যার্জনের উদ্দেশ্যে মায়াকে ছেড়ে গুরুগৃহে যাত্রা করে লোকনাথ। ফিরবার প্রত্যাশা দিয়ে চলে আসে সে। কিন্তু গুরুগৃহে আসার পর ক্রমশ তার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে, অদৃশ্যের হাতছানি, ঈশ্বরের অস্তিত্ব আবিষ্কার ইত্যাদির লোভে সে ভুলে যায় তার চির শাশ্বত প্রেমকে, প্রেমিকা মায়াকে। এর কয়েক বছর পর লোকনাথ খবর পায় মায়া বিবাহ না করে সংসার পরিত্যাগ করেছে। সেও এখন কোন মঠের সন্ন্যাসিনী। প্রিয়জনের উপেক্ষার কষ্টে সে সংসার ত্যাগী। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হল মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে প্রেয়সির সঙ্গে কাটানো সুন্দর মুহূর্তগুলি লোকনাথের স্মৃতিপটে জেগে ওঠে। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে যৌবনের ভ্রাম্যমান দুই বালক বালিকার চিত্র। তারা একে অপরের হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মেয়েটি ভালো ভালো মৌফলগুলি সংগ্রহ করে নিজে না খেয়ে বালকটিকে দিয়ে দিচ্ছে। এই দৃশ্য দেখতে দেখতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে লোকনাথ। ব্রহ্মাণ্ডের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মর্ত থেকে বিদায় নেয় লোকনাথ।

কাল্পনিক কাহিনীর নায়ক লোকনাথ লেখক এর কল্পনার ফসল। লোকনাথের মধ্যে অস্বীকার করার একটা প্রবণতা ছিল। এই প্রবণতা কেবল প্রেমের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা টানেনি একইভাবে আধ্যাত্মিক ও অস্তিত্বচেতনাকেও প্রভাবিত করেছে। লোকনাথ তাই ঈশ্বরের অস্তিত্ব মেনে নিতে চায়নি, আবার প্রকৃত প্রেমকে উপেক্ষা করেছে। অস্বীকার করার এই প্রবণতা আসল কারণ যুক্তি নির্ভরতা, অহংকেন্দ্রিকতা। যুক্তিবাদ, বাস্তববাদিতা ইত্যাদি লোকনাথকে আবেগ, অনুভূতি, আধ্যাত্মিকতার জায়গা থেকে সরিয়ে দিয়েছে। যার কারণে সে ঈশ্বর ও মানবিক প্রেমকে দুর্বলতার প্রতীক বলে ভেবে নিয়েছে। যদিও জীবনের শেষ মুহূর্তে তার এই দৃঢ়তা, নাস্তিকতা, আবিষ্কারের প্রবণতা দূর হয়েছে। মৃত্যুচেতনা সম্পন্ন লোকনাথের আত্ম-উপলব্ধি হয়েছে। তাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মালিক অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেছে। প্রেয়সীর প্রেমের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পেরেছে। লোকনাথের নাস্তিকতা, ঈশ্বর ও প্রচলিত ধর্মরীতির প্রতি সংশয়তা, বুদ্ধি ও যুক্তিকে প্রাধান্য দেওয়ার ইত্যাদির মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাব প্রকাশ পেয়েছে।

ভারতবর্ষের বিখ্যাত দর্শনের মধ্যে একটি বৌদ্ধ দর্শন। এই দর্শনে যুক্তিবাদ, বুদ্ধিবাদকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্মাবলম্বীদের কোন কিছু আবিষ্কার ও গ্রহণের একমাত্র পন্থা হল যুক্তি, বুদ্ধি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ ও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ। পূর্বেই বলা হয় ঈশ্বর ও প্রাচীন ধর্মীয় সংস্কার রীতির প্রতি অবিশ্বাস করার প্রবণতা বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন অবলম্বনকারীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। আলোচ্য গল্পের প্রধান চরিত্র লোকনাথের মধ্যে উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তার সত্যানুসন্ধান বুদ্ধি ও যুক্তির প্রতি আস্থা, আত্মিক সাধনা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে। এছাড়া সেইভাবে কোন উপাদান পাওয়া যায় না উক্ত গল্পে। লোকনাথের গুরুগৃহে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা পদ্ধতির আভাস পাওয়া যায়। এ ছাড়া পরোক্ষভাবে রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার উল্লেখ রয়েছে। কোনো কিছু বিচার করতে গেলে বুদ্ধি ও যুক্তিকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তবে তার জন্য আধ্যাত্মিকতা, মর্তের প্রেমকেও বিসর্জন দেওয়া একেবারে সমর্থন করেননি গল্পকার। আত্মানুসন্ধান, আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মউপলব্ধির মাধ্যমে পরম সত্তার উপস্থিতি অনুভব করা যায়। এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন বিভূতিভূষণ। আত্মউপলব্ধি ও আধ্যাত্মিকতার যোগসূত্র হিসেবে গল্পকার নরনারীর পবিত্র প্রেমকে চিহ্নিত করেছেন। লোকনাথ ও মায়ার অসম্পূর্ণ প্রেম কাহিনির মধ্যে দিয়ে কৌশলে একথাও বললেন বিভূতিভূষণ। সবমিলিয়ে আত্মানুসন্ধান ও আধ্যাত্মিকতার পথে যাত্রা করার এক অসামান্য দলিল হয়ে উঠেছে 'নাস্তিক' গল্পটি। প্রাচীন ভারতের পটভূমিতে গড়ে ওঠা কাল্পনিক এই কাহিনিতে সেইভাবে ইতিহাসের উপস্থিতি নেই। তুলনায় কল্পনার পরিসর বৃহৎ। মানবচেতনা ও সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে উঠেছে সমগ্র গল্পে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 07
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 63 - 71
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রাচীন ভারতের পটভূমি থেকে বেরিয়ে আধুনিক যুগের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে রচনা করলেন 'প্রত্নতত্ত্ব'। এটি 'মৌরীফুল' গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। নির্দিষ্ট করে কোন সময়কালের উল্লেখ নেই। 'প্রত্নতত্ত্ব' গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে দেবী সরস্বতীর একটি মূর্তি। গল্পের প্রধান চরিত্র ডঃ সুকুমার সেন। সে আধুনিককালের মানুষ হলেও অতীত ঐতিহ্যের প্রতি গভীর টান রয়েছে তার। প্রাচীন স্থাপত্য ভাস্কর্য এমনকি পুরাতন পুঁথিপত্র সবকিছুই গভীর যত্নে আগলে রাখে। ইতিহাস, প্রত্ন নিয়ে চর্চা করা ডঃ সেনের অভ্যাস। তার এই অতীত প্রীতিকে কেউ কেউ পাগলামি বলত। কেউ কেউ আবার কটাক্ষ করত। ডঃ সেনের সঙ্গে লেখকের যোগাযোগ হয়। ক্রমশ ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। ডঃ সেনের সঙ্গে গল্পকারের বন্ধুত্বের প্রধাণ কারণ অতীত প্রীতি। আধুনিক ভারতে দাঁড়িয়ে প্রাচীন ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ ও যত্ন নেওয়া সকলের নৈতিক কর্তব্য। এই কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য বিভূতিভূষণ ডঃ সেন চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন। গল্পকার এখানে শ্রোতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

ডঃ সেন বহুদিন পূর্বে বিক্রমপুরে একটি প্রাচীন ভিটা খোঁজার দায়িত্ব পেয়েছিল। এই ভিটেতে দেবী সরস্বতীর একটি বহু পুরাতন মূর্তি পায়। সেই কাহিনি বলেছে গল্পকারের নিকট। এই দেবী মূর্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাহিনি মোট চারটি দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে প্রকট হয়। ভিটে খোঁজার উদ্দেশ্যে ডঃ সেন তার সহকর্মীদের নিয়ে বিক্রমপুরে উপস্থিত হয়ে দেখে সেখানে একটি নয় দুটি ঢিবি রয়েছে। স্থানীয়দের মতে একটি নাস্তিক পণ্ডিতের, অপরটি টোল বাড়ির ভিটা খনন কার্যের শুরুতেই একটি মাটির ঘট আবিষ্কৃত হয়। যেটি কড়িতে পরিপূর্ণ ছিল। প্রাচীন ভারতে বিশেষ করে হিন্দুরাজত্বে কড়ির প্রচলন ছিল। ডঃ সেনের কথায় 'হিন্দু রাজত্বে কেনা বেচার জন্য কড়ি ব্যবহার হত।' সবশেষে পাওয়া যায় দেবী সরস্বতীর মূর্তি। এটি কালো পাথরের নির্মিত। ডঃ সেনের কথায়—

> "মূর্তিটি সরস্বতী দেবীর হলেও তাতে বৌদ্ধ ভাস্কর্যের কিছু প্রভাব আছে বলে মনে হয়েছে।"[৪]

মূর্তিটি সম্পর্কে তার অনুমান—

> "মূর্তিটি গুপ্ত যুগের পরবর্তী সময়ের এবং পূর্ববঙ্গের শিল্পীর হাতে তৈরি, এটা আমি তার মাথার ওপর ছাতার মতো চিহ্ন দেখে কতকটা আন্দাজ করতাম। পাথরের মূর্তির মাথার ওপর এই গোল ছাতার মতো চিহ্ন ভাস্কর্যের একটা রীতি।"[৫]

ডঃ সেনের এই বক্তব্যের মাধ্যমে গুপ্তযুগের পরবর্তীকালের শিল্পভাবনা ও শিল্পচর্চার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে, যা ইতিহাস সম্মত। দেবী সরস্বতীর মূর্তি হলেও এর গঠন ও কারুকার্যে বৌদ্ধ ভাস্কর্যের প্রভাব রয়েছে। এ থেকে অনুমান করা যায় হিন্দুরাজত্বে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ও ব্যাপ্তির কথা। হিন্দু রাজার শাসনাধীন কালে একদিকে হিন্দু ধর্মের পরস্পর বিদ্যমান, অপরদিকে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার, প্রসার ও ধর্মান্তকরণের প্রবণতা ঐ সময়ে মানুষের জীবনে একটা টানাপোড়েনের সৃষ্টি করেছিল।

ড. সেন যত্ন সহকারে দেবী মূর্তিটি নিজের সংগ্রহশালায় নিয়ে আসে। নির্বিঘ্নে বেশ কয়েকদিন কেটে যায়। হঠাৎ একদিন রাতে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে ড. সেন। তার স্বপ্নে এক বৌদ্ধ ভিক্ষুকের আবির্ভাব ঘটে। এই বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রথম দিকে নিজের পরিচয় গোপন করলেও শেষে নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করে। এই ভিক্ষু ইতিহাস প্রসিদ্ধ অতীশ দীপঙ্কর। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে তাঁর নিবাস ছিল। বৌদ্ধ ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করে। বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে বৌদ্ধধর্ম পুনরুদ্ধারের জন্য। বৌদ্ধ ভিক্ষুর আবির্ভাব ও স্মৃতিচারণার সূত্র ধরে প্রাচীন ভারতের গৌরবময় অধ্যায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বৌদ্ধ ভিক্ষুকের উপস্থিতিতে মোট চারটি দৃশ্য উদ্ভাসিত হয়। ড. সেনের মতে প্রথমে ভেসে ওঠে কোনো বৃক্ষতলের দৃশ্য, যেখানে গুরু তার শিষ্যদের পাঠদান করছেন। এই গুরুদেব আর কেউ নন স্বয়ং অতীশ দীপঙ্কর। দ্বিতীয় দৃশ্য বিবাহের আসর। ড. সেনের কথায়—

> "এক বিরাট উৎসব সভা। উৎসব বেশে সজ্জিত নরনারীতে সভা ভরে ফেলেছে... সব যেন অজন্তার গুহায় চিত্রিত নরনারীরা জীবন্ত হয়ে উঠে বেড়াচ্ছে। কোনো প্রাচীন যুগের হাবভাব, পোশাক পরিচ্ছদ... সভার চারিধারে বর্শা হাতে দীর্ঘ দেহ সৈনিকরা দাঁড়িয়ে, তেজস্বী যুদ্ধের ঘোড়াগুলো মূল্যবান। সাজ পরে দাঁড়িয়ে পা ঠুকছে।"[৬]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 07
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 63 - 71
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই বিবাহের পুরোহিত অতীশ দীপঙ্কর। এই বিবাহ সভার মাধ্যমে ঐতিহ্যপূর্ণ ভারতীয় সংস্কৃতিকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিলেন গল্পকার। তৃতীয় দৃশ্যে দেখা গেল এক বৌদ্ধ ভিক্ষু (অতীশ দীপঙ্কর) বরফের দুর্গম প্রদেশ পাড়ি দেওয়ার দৃশ্য, তাঁর লক্ষ্য বৌদ্ধ ধর্ম সংস্কার। চতুর্থ অর্থাৎ শেষ দৃশ্যে দেখা যায় চিরপরিচিত বাংলাদেশ। গ্রাম্য প্রকৃতি বাঁশ বন, বেঁচি ঝোপে শালিক পাখির কিচিমিচি, কাঁঠাল তলায় গরু বাঁধা। এরই মাঝে একটি ক্ষুদ্র খরের ঘর। এই ঘরের বারান্দায় বসে আছে এক তরুণ যুবক। তার হাতে ড. সেন আবিষ্কৃত দেবী মূর্তিটি। চারটি দৃশ্যের পর বৌদ্ধ ভিক্ষু নিজের স্বীকার করেন অতীশ দীপঙ্কর (দীপঙ্কর শ্রিজ্ঞান) স্বয়ং সে নিজে। বিভূতিভূষণ অতীশ দীপঙ্করকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন তার ইতিহাস সমর্থিত। স্বপ্নে আগত অতীশ দীপঙ্করের যবানীতে গল্পকার কৌশলে তুলে ধরলেন ভারতবর্ষের গৌরব গাঁথাকে।

> "চেদীরাজ কর্ণ দ্বিগবিজয়ে বের হয়ে দেশ জয় করতে করতে গৌড়, মগধ, বঙ্গের রাজা নয়পালদেবের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গিয়ে যে দিন সন্ধি করলেন, আমি তখন নালন্দায় অধ্যাপক।"[৭]

তৎকালীন রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, রাজ্য জয়, যুদ্ধবিগ্রহ, শিক্ষা পদ্ধতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, হিন্দুর রাজত্বে বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপ্তি, দুই ধর্মের বিরোধ প্রভৃতি দিকগুলি গল্পকার তুলে ধরলেন। গল্পে উল্লেখিত দেবী মূর্তিটি কেবল প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান হিসাবেই গুরুত্বপূর্ণ নয় একই সঙ্গে প্রাচীন ভারতবর্ষের শিল্পরীতি ও নান্দনিকতার প্রতীক।

আধুনিক ভারতের দাঁড়িয়ে প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগসূত্র প্রতিস্থাপন করেছেন বিভূতিভূষণ, ডঃ সেন চরিত্রে আরোপিত প্রত্নতাত্ত্বিক চেতনার মাধ্যমে তার অতীত প্রীতি, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংরক্ষণ, রক্ষা করার প্রবণতা আসলে স্বয়ং গল্পকারের প্রচেষ্টা। এই গল্পে ইতিহাসের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। ইতিহাস ও কল্পনা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। কাহিনির মর্মকথার সহিত নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়েছে ইতিহাস।

উপনিবেশিক ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষা পদ্ধতি (ইংরেজি ভাষা) পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি (সংস্কৃত ভাষা, সংস্কৃত সাহিত্য) এমনকি লোকসংস্কৃতির (লোকগান) উপর কুপ্রভাব পড়েছিল। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধিক্যে সংস্কৃত ভাষা, সংস্কৃত সাহিত্য এবং লোকগানগুলির চর্চা ও জনপ্রিয়তা কমতে থাকে। বিভূতিভূষণ তাঁর 'উড়ুম্বর', 'অন্তর্জলি' ছোটগল্প দুটিতে ভারতীয় সাহিত্য, সংস্কৃতির অস্তিত্ব সংকটের করুন কাহিনি শুনিয়েছেন। স্বর্গের দৃশ্য দিয়ে 'উড়ুম্বর' (মুখোশ ও মুখোশী) কাহিনির প্রারম্ভ হয়েছে। স্বর্গে বসবাস করছেন সংস্কৃত সাহিত্যের দিকপাল কবি সাহিত্যিকদের, কালিদাস, ভাস, ভবভূতি, বানভট্ট, সুবন্ধু প্রমুখের। স্বর্গের এক কোণে মহাকবি কালিদাস 'মেঘদূত' চর্চায় ব্যস্ত এমন সময় সেখানে ভাস, ভবভূতির আগমন ঘটে। মর্তধামে 'মেঘদূতের' বাঙময় আলেখ্য (চলচ্চিত্র) অনুষ্ঠিত হওয়ার তাঁরা সংবাদ পান। সকলে প্রবল আগ্রহবশত মর্তে আসার প্রস্তুতি নেন। তাঁদের আগ্রহের একটি প্রধান কারণ সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি আধুনিককালের মানুষের অনীহা, অবহেলা। ইংরেজি ভাষার একচ্ছত্র আধিপত্যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সূর্য আজ অস্তাচলগত। এই দুঃখ বিভূতিভূষণকে পীড়া দেয় তাঁর দুঃখ হতাশা ভাসের উক্তিতে প্রকাশ পায়—

> "আজকাল মর্তে আমাদের আর আদর নেই। সংস্কৃত ভাষাটাই ভারতবর্ষে সবাই ভুলে যাচ্ছে।"[৮]

ভাস আরো বলেছেন—

> "এখন সেখানে অন্য ভাষার চর্চা।"[৯]

এই কারণে সংস্কৃত ভাষা, সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি মানুষের অনাদর বাড়ছে। পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ভাসের মুখ দিয়ে অমোঘ সত্যি বলিয়েছেন গল্পকার নিজে।

উনিশ শতকে নবজাগরণের ফলস্বরূপ ইংরেজি ভাষা, ইংরেজি সাহিত্যচর্চায় মানুষ এতটাই নিমগ্ন হয়ে গেছে যে ভাসের 'স্বপ্নবাসবদত্তা', ভবভূতির 'উত্তররামচরিত', 'মালতি মাধব' অসাধারণ এই সৃষ্টিগুলির কদর কমে যায়। এই প্রেক্ষাপটে কালিদাসের 'মেঘদূত' চলচ্চিত্রের রূপ পাবে এ কথা শুনে সংস্কৃত সাহিত্যের দিকপালগণ আশার আলো দেখতে পান। কিন্তু মর্তের প্রেক্ষাগৃহে পৌঁছে তাঁরা হতাশ হয়ে পড়েন। ক্ষোভে দুঃখে প্রেক্ষাগৃহ পরিত্যাগ করেন। কেননা 'মেঘদূত' নামকরণ করা হলেও ভিতরের বিষয় সম্পূর্ণ পৃথক। প্রেক্ষাগৃহ পরিত্যাগ কালে 'মেঘদূতের' রচনাকারকে নিয়ে আলোচনারত দুই যুবকের সাথে দেখা হয় তাঁদের। একজনকে বলতে শোনা যায় 'মেঘদূতের' রচনাকার হলেন অতীন ঘোষ। যুবকের এহেন কথা শুনে ক্ষোভে ফেটে পড়েন মহাকবি। তিনি বলে ওঠেন—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 07
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 63 - 71
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

"বাঙময় আলেখ্যই প্রধান জিনিস, লেখকের নামটা জানবার আবশ্য কী?"[১০]

কালিদাসের এই ক্ষোভ আসলে বিভূতিভূষণের ক্ষোভ, দুঃখ। আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করার যে আধুনিক কালের মানুষ চলচ্চিত্রের উপর অতিরিক্ত আসক্ত হওয়ার দরুন অনায়াসেই ভুলতে বসেছে প্রাচীন ভারতের স্বর্ণময় যুগ, সংস্কৃত সাহিত্যের বিখ্যাত স্রষ্টাদের, তাঁদের সৃষ্টি কর্মকে। দুই যুবকের কথোপকথনের মাধ্যমে আধুনিক কালের মানুষের ঐতিহ্যশালী সংস্কৃত ভাষা, সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি অনাদর, উদাসীনতা প্রকাশ পেয়েছে। একরাশ হতাশা নিয়ে মহাকবি সহ তাঁর সহযাত্রীরা পুনরায় স্বর্গে ফিরে আসেন। এদিকে দেখা যায় স্বর্গে কালিদাসের আশ্রমে বেদব্যাস অপেক্ষারত। তাঁর মনোবাঞ্ছার কথা কালিদাসকে জানান। তিনি 'মেঘদূতের' মতো 'গীতার' বাঙময় আলেখ্য করতে চান মর্ত্যধামে। কিন্তু পৃথিবীতে সংস্কৃত ভাষা, সংস্কৃত সাহিত্যের করুণ পরিণতির কথা শুনে আশাহত হয়ে ফিরে যান তিনি। একরাশ হতাশা আর অনিশ্চিতের মধ্য দিয়ে গল্পটির সমাপ্তি হয়েছে।

বিশ্বে যতগুলি সমৃদ্ধশালী ভাষা রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম একটি সংস্কৃত ভাষা। এই ভাষায় রচিত হয়েছে অসাধারণ সব সৃষ্টিকর্ম। কিন্তু এত সমৃদ্ধশালী সংস্কৃত ভাষা, সংস্কৃত সাহিত্যের পরিণাম অত্যন্ত শোচনীয়। আধুনিক যুগের মানুষ ভুলতে বসে এই গৌরব গাঁথা। এই পরিনামের সম্ভাব্য কারণ সময় উপযোগী মানুষের চাহিদা। বিশেষ করে শাসকগোষ্ঠীর ভাষাকে (ইংরেজি) প্রাধান্য দেওয়া। ইংরেজ শাসনাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজি ভাষা নিয়ে মেতে ওঠে ভারতবাসী। যেহেতু ইংরেজি শাসকের ভাষা তাই ইংরেজি একচ্ছত্র অধিকার লাভ করে। কেননা শাসকগোষ্ঠী আইন, আদালত, চিঠিপত্র, শিক্ষা সর্বত্রক্ষেত্রেই তাদের ভাষাকে গুরুত্ব দেয়। একদিকে ইংরেজি ভাষা ইংরেজি সাহিত্যের বাড়বাড়ন্ত, অপরদিকে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অস্তিত্বের সংকট দেখা দেয়। রাজতান্ত্রিক, শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতার অধিকারীর পক্ষপাতিত্বের কুপ্রভাব পড়ে ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির উপর। এই বাস্তব সত্য গল্পকার প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন এই কাল্পনিক কাহিনির মধ্য দিয়ে।

ব্যাসদেব, ভাস, কালিদাস, ভবভূতি, বানভট্ট সংস্কৃত সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্রদের উপস্থিতি ও তাঁদের সৃষ্টিকর্মের নাম উল্লেখ এর মাধ্যমে ভারতীয় সাহিত্যের সেই স্বর্ণযুগের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন লেখক। ঐতিহাসিক চরিত্রকে নিজ অভিষ্ট পূরণের হাতিয়ার করে নবরূপে উপস্থাপন করলেন তিনি। পাশ্চাত্য সভ্যতা, সাহিত্যে গ্রহণের বিপক্ষে বিভূতিভূষণ নন। কিন্তু একমাত্র ওই ধারায় সম্পূর্ণ নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়াকে সমর্থন করেননি তিনি। নিজস্ব ভাষা, সাহিত্যকে ভুলে যাওয়া, সংরক্ষণ না করা মারাত্মক অপরাধ। গল্পকার এই নৈতিক কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়েছেন 'উড়ুম্বর' গল্পে। ঐতিহাসিক চরিত্রের উপস্থিতি রয়েছে। ঐতিহাসিক উপাদানকে কেন্দ্র করে কল্পনার মোড়কে অনন্য শিল্পরূপ লাভ করেছে উক্ত গল্পটি।

সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাস আশ্রিত ছোটগল্পগুলিতে বিশেষত্ব, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছে। তাঁর এই ধারার গল্পগুলি আসলে ইতিহাসের অন্তর্নিহিত মানবিক সত্যের শৈল্পিক রূপ। ঐতিহাসিক ঘটনার পুনর্নির্মাণের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে অতি সাধারণ মানুষের চিরন্তন দলিল পরিণত হয়েছে। যেখানে ঐতিহাসিক ঘটনা, ঐতিহাসিক চরিত্র, বীরত্ব গাঁথার পরিবর্তে গুরুত্ব পেয়েছে মাটি ঘেঁষা অতি সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখপূর্ণ দৈনন্দিন জীবন, ব্যক্তি অনুভূতি, জীবনবোধ, আধ্যাত্ম্যবোধ ইত্যাদি। লেখক ইতিহাস ও কল্পনার সংমিশ্রণে এমন এক জগৎ নির্মাণ করেছেন যেখানে অতি সাধারণ মানুষের ভিড়। ইতিহাস এখানে মুখ্য নয়। চরিত্রের জীবন ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ইতিহাসের প্রকাশ ঘটেছে। ইতিহাসের কল্পনা মিশ্রিত রূপায়ণের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে মানুষের চিরকালীন দুঃখ, বেদনা, জীবন ও মনোজগতের নানা দিক। এই সকল বৈশিষ্ট্যের জন্য তিনি ইতিহাস আশ্রিত ছোটগল্প ধারায় স্বতন্ত্র্য স্থান অধিকার করেছেন। তাঁর মৌলিকত্বের আরেকটি কারণ ইতিহাসের প্রচলিত পরিসরের বাইরে তিনি সাধারণ মানুষের জীবনকে বেছে নিলেন। ইতিহাসে চিরদিনই এই সকল অতি সাধারণ মানুষের স্থান হয়নি। বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় প্রথম সাধারণ মানুষের ইতিহাস শোনালেন, 'নাস্তিক' এর লোকনাথ, 'প্রত্নতত্ত্ব' এর ড: সেন এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এরা কেউ রাজ রাজা নয় কিংবা রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পন্ন কোন ব্যক্তি নয়। রাজ রাজা ও ক্ষমতার উত্থান পতনের অন্তরালে ধরিত্রী মায়ের অতি সাধারণ সন্তানদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিরহ, বেদনা প্রবাহিত হয়ে চলেছে যুগ যুগ ধরে। চিরকালীন সেই জীবন ইতিহাসকে তুলে ধরলেন বিভূতিভূষণ। আলোচ্য গল্পগুলি সেই জীবন ইতিহাসের তাৎপর্য বহন করেছে। ফলে তাঁর ইতিহাসচর্চা কেবল

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 07
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 63 - 71
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ঘটনাকেন্দ্রিক নয় জীবনকেন্দ্রিক। আরেকটি বিষয় বলার যে তাঁর ইতিহাস আশ্রিত ছোটগল্পে ভাষার ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতার ছাপ রয়েছে। বিশেষ করে 'অভিশপ্ত', 'অভিশাপ', 'নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব', 'অন্তর্জলি' ইত্যাদি ছোটগল্পে এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাস আশ্রিত ছোটগল্পে ইতিহাস কেবল অতীতের পুনর্নির্মাণে আবদ্ধ হয়ে রইল না। সাধারণ মানুষের জীবন-অভিজ্ঞতা, সমকালীন বাস্তবতা ও অঞ্চলিকতা ইত্যাদি যুক্ত হয়ে স্বতন্ত্র মাত্রা লাভ করেছে।

Reference:

১. মুখোপাধ্যায়, শ্রী ভূদেব, ঐতিহাসিক উপন্যাস।
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'ঐতিহাসিক গল্প' কবিতা আশ্রম, চাপাঁবেড়িয়া, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা, ৭৪৩২৩৫, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০২১, পৃ. ৫৩
৩. তদেব, পৃ. ৫৯
৪. তদেব, পৃ. ১১৪
৫. তদেব, পৃ. ১১৫
৬. তদেব, পৃ. ১১৬
৭. তদেব, পৃ. ১১৭
৮. তদেব, পৃ. ৬৬
৯. তদেব, পৃ. ৬৬
১০. তদেব, পৃ. ৭০